সাহাবীদের ঈমানদীপ্ত জীবনী

হযরত বেলাল ইবনে রাবাহ্ রাঃ

_

সম্মানিত উপস্থিতি!

আজকে আমরা বিশিষ্ট সাহাবী হযরত বেলাল ইবনে রাবাহ রা. এর জীবনী নিয়ে সামান্য কিছু আলোচনা করব।ইনশাআল্লহ্!

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্বাচিত মুয়াজ্জিন বেলাল ইবনে রাবাহ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এর জীবনে রয়েছে ইসলাম ও ইসলামী বিশ্বাসকে নিষ্ঠুর, নিপীড়নের সত্ত্বেও আঁকড়ে ধরে থাকার এক সংগ্রামমুখর জীবন কাহিনী।

যুগের যুগের পর যুগ কেটে গেলও যে কাহিনী কখনো পুরনো হয় না।শত শত বছর পার হয়ে গেলেও যে কাহিনী শুনে শ্রোতারা কখনো ক্লান্ত হয় না। বেলালের জন্ম হয়েছিল হিজরতের প্রায় তেতাল্লিশ বছর পূর্বে 'সারাহ্' নামক স্থানে। তাঁর পিতা ছিলেন 'রবাহ্' নামে পরিচিত। আর তার মায়ের নাম ছিলো 'হামামা'।তার মা ছিলো মক্কার কালো ক্রীতদাসীদের একজন। এই কারণে তাকে কেউ কেউ কালো ক্রীতদাসীর ছেলে বলে ও ডাকতেন।হযরত বেলাল রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু লালিত-পালিত হন মক্কা মোকাররামায়। তিনি ছিলেন আব্দুর দার গোত্রের কয়েকজনএতিম বালকের ক্রীতদাস। মৃত্যুর পূর্বে এতিম বালকদের জন্য তাদের পিতা অভিভাবক হিসেবে কাফের নেতাদের একজন শীর্ষ ব্যক্তি উমাইয়া ইবনে খলফকে নিযুক্ত করে যান। নতুন ধর্ম ইসলামের আলোয় যখন মক্কা নগরী আলোকিত হয়ে উঠল, মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাঃ যখন বিপ্লবী কালেমার শিক্ষা প্রচার করলেন, বেলাল ইবনে রবাহ প্রথম ইসলাম গ্রহণকারী প্রথম সৌভাগ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেলেন। এমন এক সময়ে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, যখন পৃথিবীর বুকে তিনি এবং সর্বপ্রথম কয়েকজন ইসলাম গ্রহণকারী ছাড়া আর কোন মুসলিমের অস্তিত্ব ছিল না। সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণকারী কয়েকজন সৌভাগ্যবানের তালিকায় শীর্ষ ছিলেন উম্মুল মু'মিনীন হযরত খাদিজা বিনতে খুয়াইব রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু।আবু বক্কর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু, আলী আবু তালেব রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু, আম্মার ইবনে ইয়াসের এবং তার মা সুমাইয়া সুহাইবার রুমি এবং আল মুত্তালিব আসওয়াদ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু।হযরত বেলাল রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু মুশরিকদের এমন নির্মম নির্যাতন সহ্য করেছেন যা মুসলিম বিশ্বের আর কাউকে করতে হয়নি। ইসলাম গ্রহণকারী প্রভাবশালী ব্যক্তি বর্গ যেমন,আবূ বকর সিদ্দিক, আলী আবু তালেব রাযিআল্লাহু তা'আলা আনহু এর বিরুদ্ধে মুশরিক নেতৃবৃন্দ কোন নির্যাতন করার সাহস পায়নি। কারণ বিপদে-আপদে তাদের পাশে এসে দাঁড়ানোর মতো শক্তিশালী স্বজন ছিল। তাদের হেফাজত করার মত কওম ছিল। পক্ষান্তরে ওইসব দুর্বল দাস-দাসীর পক্ষে দাঁড়ানোর মতো কোনো স্বজন বন্ধু ছিল না। ফলে অসহায় ও দুর্বল পেয়ে কুরাইশ নেতৃবৃন্দ এদের উপর ছাপিয়েছে নির্যাতনের পাহাড়।এই চরম নির্যাতনের মাধ্যমে তারা সাবধান বার্তা দিতে চাচ্ছিল, ওই সকল লোককে যারা দেব-দেবীর

উপাসনা ছেড়ে মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অনুসরণের কথা মনে মনে ভাবছিল। এই অসহায় ও দুর্বল লোকদের উপর নির্যাতনের দায়িত্ব নিল একদল কঠিন ও নির্মম কুরাইশি কাফের।এই দায়িত্ব পালনে সর্বপ্রথম কর্তৃত্ব দেখায়, আবু জাহেল সুমাইয়া রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু কে হত্যার মাধ্যমে আবু জাহেল প্রথমে সুমাইয়া রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে নির্যাতন করে ক্ষতবিক্ষত করে, তারপর তাকে বিশ্রী ও অশ্লীল গালাগালি করে মানসিক নির্যাতন করে। সবশেষে তাকে প্রাণনাশী আক্রমণ করে ধারালো বর্শা নিক্ষেপ এর মাধ্যমে। যা সময়ে রাযিআল্লাহু তা'আলা আনহু এর লজ্জাস্থানে গিয়ে হয় বিদ্ধ হয়। হযরত সুমাইয়া রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু সর্বপ্রথম ইসলামের জন্য জীবন দানকারী নারী শহীদের মর্যাদা লাভ করেন।এছাড়াও অন্যান্য মুসলিমদের প্রতি কাফেরদের অত্যাচার ছিল চরম অমানবিক ও দীর্ঘ। সূর্য যখন মধ্যাকাশে সে গনগনে আগুন ঝড়াতো, আর সেই আগুনের তপ্ত মরুর বালুকারাশি জ্বলন্ত অঙ্গারে রূপ নিতে, তখন তাদের পোশাক খুলে লোহার পোশাক পড়িয়ে জ্বলন্ত আগুনে ঝলসানো হতো তাদের শরীর। আবার কখনও কখনও তাদের খোলা পিঠে তরবারির রক্তাক্ত আঘাত ঝড়িয়ে বলতো, "মুহাম্মদ কে গালি দে। না হলে চাবুক থামবে না।"

অসম্ভব অত্যাচারে জর্জরিত হয়ে গেলে, শক্তি ফুরিয়ে গেলে, তারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি পূর্ণ ঈমান অক্ষম রেখেই কাফেরদের চাহিদা পূরণ করে মৌখিক কিছু কথা বলে দিত। একমাত্র বেলাল ইবনে রবাহ্ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ছিলেন এর ব্যতিক্রম। তিনি কখনো কোনো মন্দ কথা অথবা কোনো কটু শব্দ বলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বিরুদ্ধে বলে নিজের জীবন বাঁচানোর চেয়েও বরং সে জীবন বিলিয়ে দেয়া কেই সহজ মনে করেছিলেন।বেলাল ইবনে রবাহ রাঃ কে নির্যাতন করার দায়িত্ব নিয়েছিলো উমাইয়া ইবনে খলফ এবং তার পাষাণ হৃদয়ের পাপিষ্ঠ সঙ্গীরা। তারা চাবুকের আঘাতে তাকে রক্তাক্ত করতো আর তিনি বলতেন, "আহাদ, আহাদ, আল্লাহ্ এক ও অদ্বিতীয়।"

তারা তার বুকের উপর চাপিয়ে দিত বড় বড় পাথর। আর যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে তিনি বলতেন,"আহাদ, আহাদ। আল্লাহ্ এক ও অদ্বিতীয়।"

তারা যতই তার কষ্টকে তীব্র করতো তিনি বলতেন একটি কথাই,আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয়। তারা তাকে জোড়াজুড়ি করতো তাদের দেবদেবীদের নাম নিতে লাত, উযযা। কিন্তু তিনি অবিরামভাবে শুধু আল্লাহর নামে উচ্চারণ করতেন। তারা বলতো,"আমরা যেভাবে আমাদের দেবদেবীর নাম জপ করি, তুইও সেভাবে কর।"

তিনি বলতেন আমি সেগুলো ঠিক ভাবে উচ্চারণ করতে পারিনা।এই কথা শুনে তারা তাকে আরো বেশি নির্যাতন করতো। পাপীষ্ঠ ও নির্দয় উমাইয়া ইবনে খলফ যখন নির্যাতন চালাতে চালাতে ক্লান্ত হয়ে যেত, তখন বেলাল রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর মোটা রশি গলায় বেঁধে

দুষ্ট বালকদের হাতে তুলে দিয়ে বলতো একে পাহাড়ের উঁচু, নিচু মরুর উত্তপ্ত পথ ধরে একে টেনেহিঁচড়ে ঘুরিয়ে নিয়ে এসো।

আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাই সালাম এর প্রতি ঈমান আনার অপরাধে বেলাল রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু কে যখন রশি বেঁধে টেনে নেয়া হতো, এই রকম লাঞ্ছনা ও নিঃসঙ্গ জনক কষ্ট দেয়া হতো তখন এই কষ্ট তার কাছে মজাদার লাগতো আর তিনি তখন প্রকৃত ঈমানের স্বাদ উপভোগ করতেন। আর অবিরামভাবে জান্নাতি সংগীত আওড়াতে থাকতেন,,,,আর বলতেন,"আহাদ, আহাদ, আল্লাহ্ এক ও অদ্বিতীয়।"তিনিই আমার রব, তিনিই আমার সব।"

অবিরাম আর অক্লান্তভাবে চলতে থাকত তার মুখের এই মধুর সুর।

আবূ বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু উমাইয়া ইবনে খলফের নিকট থেকে বেলাল রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে কিনে নেয়ার প্রস্তাব করলে, উমাইয়া মূল্য বাড়িয়ে বহুগুণ তার মূল্য চাইল। সে ভাবল, এতে আবূ বকর আর তাকে কিনতে চাইবে না। কিন্তু আমি বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তাকে চড়া দামেই অর্থাৎ নয় রুপিয়া দিয়ে কিনে নিলেন। কেনাবেচা সম্পন্ন হয়ে যাওয়ার পর উমাইয়া আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে বলল,"তুমি যদি বলতে যে এক রুপিয়ার বেশি হলে তাকে কিনবে না তাহলে আমি তাকে এক রুপিয়াতেই বেঁচে দিতাম।"

আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তার জবাবে বললেন,"তুমি যদি আমাকে বলতে ১০০ রুপিয়ার কমে তাকে তুমি বেঁচবে না তবুও তাকে আমি কিনে নিতাম।"আবু বক্কর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম কে বললেন, তিনি বেলাল রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু কে ক্রয় করে নির্যাতনকারীদের হাত থেকে মুক্ত করেছেন। এ কথা শুনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুব খুশি হয়ে বললেন,"আবু বকর! তুমি এত মহৎ কাজ করেছ এতে তুমি আমাকেও শরিক করে নাও।"

আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন,"ইয়া রাসূলাল্লাহ আমিতো তাকে আঘাত করে দিয়েছি। এখন সে মুক্ত।"আল্লাহ্ তা'আলা মদিনায় হিজরতের অনুমতি দিলে হিজরতকারী দের সঙ্গে বেলাল রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু মদিনায় হিজরত করলেন। মদিনায় যাওয়ার পর সেখানে বেলাল,আবূ বকর সিদ্দিক ও আমর ইবনে ফেহের রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর জন্য একই ঘরে থাকার ব্যবস্থা হলো। তারা তিন জনেই জ্বরে আক্রান্ত হয়ে পড়লেন। যখন জ্বর ছেড়ে যেত তখন হযরত বেলাল রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু গলা ছেড়ে মিষ্টি সুরে আবৃত্তি করতেন,,,,

أَلاَ لَيْتَ شِعْرِي هَلْ أَبِيتَنَّ لَيْلَةً بِفخن وَحَوْلِي إِذْخِرٌ وَجَلِيلُ

وَهَلْ أَرِدَنْ يَوْمًا مِيَاهَ مِجَنَّةٍ وَهَلْ تَبْدُوَنْ لِي شَامَةٌ وَطَفِيلُ

"হায়রে আমার মক্কায় ফেলে আসা সেই দিনগুলি! কোথায় সেগুলি হারিয়ে গেল মক্কার অদূরে স্কিল ও জালিম ঘাসের উপর শুয়ে আমি কি আবারো মক্কার প্রান্তরে রাত কাটাতে পারব? আবার কি কখনো মধুর স্মৃতি বিজড়িত জলাশযয়ে নামতে পারবো? স্মৃতিময় সামা ও দাফিল পাহাড় কি আবারো কখনো দেখার সুযোগ হবে?"

মক্কার অলিগলি ও পাহাড় পর্বত ও উপত্যকার প্রতি বেলাল রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর স্মৃতিকাতর হওয়ায় আশ্চর্যের কিছু নেই। ওখানেই তিনি ঈমানের মিষ্টি স্বাদ অনুভব করেছিলেন এবং সেখানেই তার আল্লাহর সন্তুষ্টি হাসিলের জন্য সেই নির্যাতনকে মনে হয় ছিল জীবনের শ্রেষ্ঠতম অর্জন। সেখানেই তিনি শয়তান ও নফসের উপর প্রবল ভাবে বিজয়ী হয়েছিলেন।বেলাল রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু মদিনায় এসে কুরাইশের নির্যাতনমুক্ত স্বাধীন জীবন ও মুক্ত জীবনের অধিকারী হলেন। এখানে এসে তিনি প্রিয়তম নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জন্য নিজেকে সকল ঝামেলাও ব্যস্ততা থেকে মুক্ত রাখলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালাম এর সঙ্গী হতেন, যখন তিনি বাইরে যেতেন এবং যখন তিনি বাড়ী ফিরতেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নামাজ পড়তেন তখন বেলাল ও তার সাথে নামায আদায় করতেন। তিনি যুদ্ধে গেলে বেলাল ও তাঁর সহযোদ্ধা হতেন । এভাবেই তিনি ধীরে ধীরে হয়ে উঠলেন প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালাম এর নিত্য সঙ্গী। ছায়ার মত তাকে সারাক্ষণ অনুসরণ করতেন।রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মদীনায় মসজিদ তৈরি করলেন এবং নামাযের জন্য আযান এর প্রচলন শুরু হলো, বেলাল রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হলেন ইসলামের সর্বপ্রথম মুয়াজ্জিন। প্রতি ওয়াক্তের আজান শেষ হলে তিনি প্রথম

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দরজায় দাঁড়িয়ে বলতেন, "হাইয়া আলাস সালাহ্, হাইয়া আলাস সালাহ্, হাইয়া আলাল ফালাহ্, হাইয়া আলাল ফালাহ্!"

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নিজ কামরা থেকে বের হতেন, তাকে মসজিদের দিকে এগিয়ে আসতে দেখলে বেলাল রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তখন নামাজের ইকামত শুরু করতেন।হাফসার বাদশাহ্ নাজ্জাশি একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উপহারস্বরূপ তিনটি বর্শা দেয়, তিনি নিজের কাছে একটি রেখে একটি দেন আবু তালেবকে এবং একটি দেন ওমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে। নিজের জন্য রেখে দেয়া বর্শাটি তিনি দেন বেলাল রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে। সেটা নিয়েই তিনি রাসুল সাঃ এর আগে আগে চলতেন। দুই ঈদের নামাজে, ইস্তেজকার নামাজের সময়ও তিনি এটাকে সঙ্গে রাখতেন।

মসজিদ ছাড়া কোন খোলা স্থানে নামাজের সময় তিনি সেটা রাসূলের সামনে গেড়ে দিতেন। বেলাল রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালাম এর সঙ্গে বদর যুদ্ধে উপস্থিত হয়েছিলেন। সেখানে তিনি নিজের চোখে দেখেছেন কিভাবে মহান আল্লাহ নিজেরওয়াদা পূর্ণ করেছেন। কিভাবে আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য কারীদেরকে মহান আল্লাহ্ সাহায্য করেছেন। যারা তার ওপর মক্কায় অমানবিক ও নিশংস অত্যাচার চালাত, বদর প্রান্তরে তিনি সেই অবাধ্য মুশরিকদের পরাজয় ও পতন দেখতে পেলেন। সেদিন তিনি বদর প্রান্তরে মক্কার দুর্জয় দূর্বিলিত দুই মুশরিক নেতা আবু জাহেল ও উমাইয়া ইবনে খলফের প্রাণহীন দেহ দুটি অবহেলিতভাবে মাটিতে পড়ে থাকতে দেখেন। তিনি দেখলেন যে কিভাবে মুজাহিদদের হাতে তারা ধরাশয়ী হয়েছিল। মক্কায় এরাই মুসলিমদের উপর নির্যাতন চালাত। রসূলুল্লাহ সালালাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মক্কা বিজয়ের দিন বিজয়ের বেশে এসেছিলেন তখন তার সঙ্গে ছিলেন নামাজের আহবানকারী মোয়াজ্জিন বেলাল রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কাবা শরীফের ভেতরে প্রবেশ করলেন, তখন তার সঙ্গী হওয়ার বিরল সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন মাত্র তিনজন ব্যক্তি, কাবা শরীফের চাবি বহনকারী উসমান ইবনে আবু তালহা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু, রসূলের প্রিয় পাত্র ও প্রিয় পাত্রের পুত্র উসামা ইবনে যায়েদ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এবং রাসূলের মুয়াজ্জিন বেলাল ইবনে রাবাহ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু।যখন যোহরের সময় ঘনিয়ে এলো তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর চারপাশে হাজার হাজার মানুষ ভীড় করছিল, কুরাইশির মধ্য থেকে যারা ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করেছিল তারা রাসূল সাঃ কে ঘিরে থাকা বিশাল সমাবেশকে বিস্ময়ভরে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিল। সেই মুহূর্তে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেলাল ইবনে রবাহ্ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে ডাকলেন। তাকে আদেশ করলেন , "কাবার ছাদে চড়ে আল্লাহর একত্ববাদের ও তাওহীদের বাণীকে উচ্চকণ্ঠে প্রচার করতে।   বেলাল রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু আদেশ মতো কাবার ছাদে চড়ে উচ্চ কণ্ঠে আযান দেয়া শুরু করলেন। আর হাজার হাজার মানুষ মাথা নিচু করে সেদিকে তাকিয়ে রইলেন। আর বলা শেষ হলে আজানের সেই একই বাক্য জবাব হিসেবে হাজার হাজার মানুষের কণ্ঠে পুনরায় ধ্বনিত হতে থাকলো। আর যাদের অন্তরে ছিল ভেজাল ঈমানের ব্যাধি হিংসা তাদের অন্তর গুলোকে পুড়ে খাচ্ছিল। বিদ্বেষ তাদের হৃদয় গুলোকে চৌচির করে দিচ্ছিল। আজানে যখন বেলাল রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, "আশহাদু আন্না মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ্! আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর রাসূল।"

আবু জাহেলের মেয়ে জুয়াইরিয়া সেটা শুনে বললো, "আমার জীবনের কসম! একথা সত্য যে, আল্লাহ আপনার মর্যাদা বৃদ্ধি করেছেন এবং আপনার নামও চর্চা সমুন্নত করে দিয়েছেন। নামাজ আমরা পড়বো বটে, কিন্তু আমাদের আপনজনদের যারা হত্যা করেছে, তাদের আমরা কিছুতেই পছন্দ করব না।"

তার পিতা বদর যুদ্ধে নিহত হয়েছিল। আরেকজন ভেজাল ঈমানওয়ালা খালেদ ইবনে উসাইদ বলল, "আল্লাহর প্রশংসা ও শুকরিয়া আদায় করছি যে, তিনি আমার বাবার সম্মান রক্ষা করেছেন। কারণ আজকের এই দুর্দিন তাকে দেখতে হয়নি।" মক্কা বিজয়ের মাত্র একদিন আগেই তার বাবার মৃত্যু হয়েছিল।

হারেস ইবনে হিশাম বলল,"হায়!কি সর্বনাশ হয়ে গেল। কাবার ছাদে বেলালকে দেখার আগেই যদি আমি মরে যেতাম।"

আবু সুফিয়ান ইবনে হারফ ছিলেন তাদের সঙ্গে। তিনি বললেন,"এই মুহূর্তে একটি কথা বলবো না কারণ আমার মুখ দিয়ে যদি একটি কথাও বের হয়, তাহলে এই পাথর কনাও গিয়ে মোহাম্মদের কাছে বলে দিয়ে আসবে।"

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হায়াতের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত বেলাল রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু মসজিদে নববীতে মোয়াজ্জেন হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে থাকেন। প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ সাঃ বেলাল রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এর কন্ঠে আজান খুব পছন্দ করতেন। কারণ এই কন্ঠে আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার অপরাধে চরম নিষ্ঠুর

নির্যাতনের নিষ্পেষিত হয়ে বারবার উচ্চারণ করেছে,"আহাদ, আহাদ। আল্লাহ এক ও একক, আল্লাহ এক ও একক।"রাসূলুল্লাহ সাঃ এর ইন্তেকালের পর তার শরীর মোবারক কাফনে জড়ানো অবস্থায় তখনও পৃথিবীতে বিদ্যমান। যখন নামাযের সময় হল, রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু আযান দিতে দাঁড়ালেন। যখন তিনি আযানের মধ্যে বলতে গেলেন আশহাদু আন্না মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্ । উদগত কান্নার দমক তার কণ্ঠ রোধ করে দিল। আওয়াজ তার কণ্ঠনালীতে আটকে গেল । মুখ দিয়ে বের হতে পারল না। প্রিয় নবীর বিরহ বেদনায় বেলালের সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য মুসলিমরাও কান্নায় ভেঙে পড়লেন। বেদনা ভরা ঘটনার পর তিনি আরো তিন দিন আযান দেন। সেই তিনদিন প্রত্যেকবার আযান দিতে গিয়ে তিনি যখনই বলতে গেছেন, "আশহাদু আন্না মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্।"

তখনই তিনি দুঃখে কেঁদেছেন। আর তার এই কান্না সমগ্র মুসলিম জাতিকে কাঁদিয়েছে। তিনদিনের আযানের অভিজ্ঞতার পর তিনি রাসুল সাঃ এর প্রথম খলিফা আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এর কাছে আযানের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি কামনা করেন। কারণ রাসূলের অবর্তমানে তিনি আযান দিতে পারছেন না। তিনি জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ এবং সিরিয়ায় ইসলামের সাম্রাজ্যের সীমান্ত পাহারায় নিজেকে নিয়োজিত রাখার আগ্রহ জানিয়ে অনুমোদন চাইলেন। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বেলাল রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এর আবেদন গ্রহণ করতে এবং বিশেষভাবে তাকে মদিনা ছেড়ে যাওয়ার অনুমতি দিতে দ্বিধা করছিলেন। খলিফার দ্বিধা বুঝতে পেরে বেলাল রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তাকে বললেন, "আপনি আমাকে ক্রয় করেছিলেন সেটা যদি নিজের জন্য হয়ে থাকে তাহলে আমাকে আটকে রাখুন। আর যদি আল্লাহর জন্য করে থাকেন, তাহলে সেই আল্লাহর জন্যই আমার রাস্তা ছেড়ে দিন। "

আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, "আল্লাহর কসম! আমি শুধুমাত্র আল্লাহর জন্যই তোমাকে ক্রয় করেছিলাম এবং তার জন্যেই তোমাকে মুক্ত করে ছিলাম। "

বেলাল রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন,"আল্লাহর রাসূলের নির্দেশে আমি আযানের দায়িত্ব পালন করতাম। তিনি এই দুনিয়া ছেড়ে চলে গেছেন। এখন আর কারো হুকুমে আযান দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়।"

আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন,"ঠিক আছে তোমার ইচ্ছে পূরণ হোক। আমি তোমাকে বাঁধা দেবোনা।"

মুসলিম মুজাহিদ বাহিনীর সঙ্গে বেলাল রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু মদিনা ছেড়ে চলে গেলেন এবং দামেস্কের কাছে দারহিয়াতে থাকা শুরু করলেন এবং তিনি আর আযান দিতেন না। নিজেকে ওই পুরাতন স্মৃতি থেকে গুটিয়ে রাখতেন। কিন্তু এর কিছুদিনের মধ্যেই ওমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু সফরে এলেন সিরিয়াতে। দীর্ঘদিন পর বেলাল রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এর সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হয়ে গেল। ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এমনিতেই বেলালকে খুব ভালবাসতেন এবং খুবই মর্যাদার সাথে তাকে স্মরণ করতেন। এমনকি আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর সঙ্গে আলোচনা প্রসঙ্গে তাঁর প্রসঙ্গ এলে তিনি বলতেন, "ইন্না আবা বাকরিন সাইয়্যেদিনা ওয়া হুয়াল্লাযী আ'তাকা সাইয়্যেদেনা। আবু বকর তিনি আমাদের একজন নেতা আর তিনি আজাদ করেছিলেন আমাদের অন্য নেতা বেলালকে।"

দুজনের এই গভীর অন্তরঙ্গতার ভিত্তিতে উপস্থিত সাহাবীগণ চাইলেন ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এর আগমন উপলক্ষে বেলাল আরেকবার আজান দিক। তাদের ইচ্ছায় বেলাল রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু আবার আযান দিলেন। সেই সুর তাদের সকলকেই স্মৃতিকাতর করে তুলল। ওমর ফারুক সহ সকল সাহাবী এত কাঁদলেন যে, চোখের পানিতে তার দাঁড়ি ভিজে গেল। মূলত বেলালের এই আজান তাদের সকলকেই কিছু সময়ের জন্য ফিরিয়ে নিয়ে গিয়েছিল তাদের সেই হারানো দিনগুলিতে। মদিনায় রাসূলের সান্নিধ্যে কাটানো তাদের সোনালী অতীতে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুয়াজ্জিন বেলাল রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু মৃত্যুর চূড়ান্ত মুহূর্ত পর্যন্ত দামেস্ক অঞ্চলে বসবাস করেন। মৃত্যুর পূর্বক্ষণে তার স্ত্রী তার দিকে তাকিয়ে বলছিল,"হায়! কত কষ্ট!"

সেই মুহূর্তে তিনি স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে হেসে হেসে বলছিলেন,"হায়! কত আনন্দ!"

শেষ কয়েকটি নিঃশ্বাসের সঙ্গে তিনি অতি আনন্দে আবৃত্তি করছিলেন,

غدًا ألقى الأحبة، محمدًا وصح

এখনই অপেক্ষার পালা শেষ হবে। একটু পরেই আপনজনদের সাক্ষাৎ পাবো। প্রিয় নবী আর তার সাহাবীগণের সঙ্গে মিলিত হবো।"

এই কথাগুলো আবৃত্তি করতে করতেই তিনি এই দুনিয়া থেকে বিদায় নিলেন। আল্লাহ্ তা'আলা বেলাল রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এর কুরবানীকে কবুল করুন আলামিন।